“প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধে ঐক্য গড়ি,
কন্যাশিশুর জীবন ঝুঁকিমুক্ত করি।”

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও দেশব্যাপী উদযাপিত হচ্ছে কন্যাশিশু দিবস। দিবসের প্রতিপাদ্য **‘প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধে ঐক্য গড়ি, কন্যাশিশুর জীবন ঝুঁকিমুক্ত করি’**। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্তমানে কন্যাশিশুর অগ্রগমণে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমৃদ্ধ এবং উন্নত জীবনযাত্রা অর্জন ও অব্যাহত রাখার জন্য অনেক দেশেই মানুষ অধিক হারে জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার করছে। ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে জলবায়ু। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী। বিপর্যয়ে পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সমস্যা প্রকট হয় আর এর দ্বারা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারীরা। সেভ দ্যা চিলড্রেন-এর তথ্যানুযায়ী একুশ শতকে বিশ্বে শিশুদের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে সংস্থাটি সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, আগামী ২০ বছরে সাইক্লোন, খরা, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রায় ১৭৫ মিলিয়ন শিশু, যার একটি বিরাট অংশ হবে বাংলাদেশী শিশু।

বৈশ্বিক এই বিপর্যয়ের কারণে শিশুদের বিশেষত: কন্যাশিশুদের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার পথ রুদ্ধ হচ্ছে। বাড়ছে ডায়রিয়া, অপুষ্টিজনিত রোগ, ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। সুপেয় পানি, দুষণমুক্ত বাতাস, পুষ্টিকর খাবারের অভাবে শিশুরা নানারকম স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। এছাড়াও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে স্কুল-কলেজের অবকাঠামো ভেঙে পড়ে। ফলে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। দারিদ্র্যের কারণে এমনিতেই অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পারে না। পরবর্তীকালে দেখা যায়, অনেকক্ষেত্রে শুধু ছেলে সন্তানরাই লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। কন্যাশিশুরা হয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। তারা হয়ে যায় ঘরে আবদ্ধ। আর বেড়ে ওঠে অপুষ্টি, অশিক্ষা এবং অধিকারহীনতায়। হয় বাল্যবিবাহের শিকার।

দুর্যোগে ঘরবাড়ি রক্ষা, মায়ের কাজে সহায়তা করা, পরিবারের বয়ে:জৈষ্ঠ্যদের দেখাশুনা করা, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি রক্ষাসহ ঘরের যা কিছু সম্বল তা ধরে রাখার দায়িত্বও পড়ে অনেকক্ষেত্রে কিশোরীদের ওপর। তারা আশ্রয়কেন্দ্রে গেলেও ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। সেখানে যৌন হয়রানি ও অশালীন আচরণের শিকার হয় তারা। এমনকি ত্রাণ সংগ্রহের সময়ও তারা অবাঞ্চিত ও বিব্রতকর আচরণের মুখোমুখি হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে বাড়ছে দারিদ্র এবং দরিদ্রতার কারণে কন্যাশিশুরা হচ্ছেন বিভিন্ন বঞ্চনার শিকার। বাড়ছে তাদের প্রতি সহিসংতা। কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার একটি নির্মম এবং নিষ্ঠুর পর্যায় হচ্ছে এসিড সহিংসতা। এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন এর তথ্যানুযায়ী ১০ আগস্ট, ২০১০ পর্যন্ত এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন মোট ৩২০৮ জন ব্যক্তি যার মধ্যে কন্যাশিশু হচ্ছে ৫৮৮ জন। এদের অধিকাংশই বিয়ে/প্রেম/যৌন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান এবং জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের কারণে এই নির্মম সহিংসতার শিকার হয়েছে। জমিতে নারীর অধিকার নামমাত্র থাকা সত্ত্বেও নারী এবং কন্যাশিশুরাই জমি সংক্রান্ত বিরোধে ব্যবহৃত হচ্ছে। একজন কন্যাশিশুকে এসিডদগ্ধ করে পঙ্গু করে দেয়া হচ্ছে একটি পরিবারকে। সেইসাথে কন্যাশিশুটির ভবিষ্যতও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে আমরা রোধ করতে পারব না। এই বিপর্যয়ের সাথে আমাদের খাপ খাওয়াতে হবে। বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার জন্য সৃজনশীল উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এ প্রচেষ্টায় অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি। তাদের অধিকারকে সমুন্নত রাখতে হবে এবং তাদের প্রতি সমতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখেও স্বাভাবিক জীবন। তবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমরা যতটা রোধ করতে পারব ততটাই কন্যাশিশুর জীবনের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

প্রতি বছরের মত এবারও ‘শিশু অধিকার সপ্তাহে’র দ্বিতীয় দিন জাতীয় কন্যাশিশু দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে । আসুন, কন্যাশিশুর সত্ত্বা সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে নিজেদের সচেতন, সক্রিয় করার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধে সচেষ্ট হই। প্রত্যয়ী হই আমরা সকলে মিলে :

- প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কন্যাশিশুর নিরাপত্তা, পুষ্টি, আনন্দময় জীবন নিশ্চিত করব;
- আপদকালীন সময়েও কন্যাশিশুর শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিব এবং তার শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করব;
- ছেলেশিশুর মতো কন্যাশিশুর জন্মকেও উষ্ণ আন্তরিকতায় গ্রহণ করব;
- বাল্যবিবাহ বন্ধ করব, প্রসবজনিত ঝুঁকি থেকে কিশোরীদের রক্ষা করব;
- ইভটিজিং, ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, পাচার, এসিড সহিংসতা, হত্যাসহ সকল ধরনের নির্যাতন থেকে কন্যাশিশুদের রক্ষা করব;
- কন্যাশিশুর প্রকৃত মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করব;

সহযোগিতায়: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন

প্রচারে: জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এ সোসাইটি